দৈনিক
জনকণ্ঠ

ছাত্রীরা মনে করে বেশি পড়ে লাভ নেই কোনমতে পাস করলেই হলো, চাকরিবাকরি তো করব না

আশীষ-উর-রহমান শুভ

পুরনো ঢাকার ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে তুলনামূলকভাবে বালিকা বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা বেশি নেতিবাচক। ছাত্রীদের পাসের হারও কম, ফলও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। বাংলাবাজার সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রাহিমা বেগম জানালেন, প্রতিবছর এসএসসিতে তাঁর স্কুলের ৬০ থেকে ৭০ জন ছাত্রী ফেল করে। বললেন– আমি অনেক চেষ্টা করছি, কিন্তু পড়ালেখা করা, ভাল ফল করার জন্য ছাত্রীদের মধ্যে কোন আগ্রহই নেই। অনেকে এমনও বলে থাকে– বেশি খাটাখাটনি করে পড়ালেখা করে লাভ কি! এসএসসি বা এইচএসসি পাস করলেই বাবা-মা বিয়ে দিয়ে দেবেন। চাকরিবাকরি তো করব না, বা চাকরি হবেও না। পড়ালেখা যতদূর করতে হবে তা মূলত বিয়ের জন্যই। ছাত্রীদের এই মনোভাব সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হলো– এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা প্রধানত ব্যবসায়ী। অনেকের বেশ ভাল টাকাপয়সা আছে, বাড়ি-গাড়িও আছে। ভাল একজন পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে আজকাল মেয়েকে লেখাপড়া না শিখালে চলে না, মূলত সে কারণেই তাঁরা মেয়েদের স্কুলে পাঠান। ছেলেদের ক্ষেত্রে যদিওবা কিছুটা সচেতন বা যত্নবান হন, মেয়েদের পড়ালেখার প্রতি তাঁরা এখনও সে অর্থে সচেতন হননি। মেয়েদের প্রতি এখনও বেশ খানিকটা সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি অভিভাবকদের রয়ে গেছে।

বাংলাবাজার সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় অনেক পুরনো প্রতিষ্ঠান। ১৯৫১ সালে এটি সরকারী হয়েছে। শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. নাজমুন নাহার এ স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। এখন প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীসংখ্যা ১৫শ'র মতো। শিক্ষকসংখ্যা ৫৩। ক্লাস হয় দু'শিফটে। এই স্কুলের কোন ছাত্রী নিকট

বাংলাবাজার গার্লস স্কুল

অতীতে মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে এমন নজির নেই। এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিল ২০০১ সালে ২০২ জন। তাদের মধ্যে পাস করেছে ১৩৮ জন। গত বছর অর্থাৎ ২০০২ সালে ২২৩ জন পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছিল ১৬৪ জন। এই স্কুলে পাসের গড়পড়তা হার থাকে শতকরা ৬০ থেকে ৭০ ভাগের মধ্যে। বিজ্ঞান ও মানবিক এই দু'টি বিষয়ে এখানে পড়ানো হয়।

বাংলাবাজার সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রাহিমা বেগম এই স্কুলে বদলি হয়ে এসেছেন প্রায় বছর দুয়েক হলো। এর আগে তিনি বরিশাল জেলা স্কুল, গার্লস স্কুল, খুলনা গার্লস স্কুল, বরগুনা গার্লস স্কুল– এসব স্কুলে প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন। মফস্বলের সরকারী স্কুলগুলোতে সে এলাকার সাধারণত ভাল ছাত্ররাই পড়তে আসে বলে পরীক্ষার ফল ভাল হয়। সে তুলনায় এখানকার অবস্থা অন্যরকম। এখানে শুধু পুরনো ঢাকার স্কুলের আশপাশের মহল্লার মেয়েরাই পড়তে আসে। এ ছাড়া তাঁর স্কুলে অভিজ্ঞ শিক্ষক বিশেষ করে ইংরেজীর অভিজ্ঞ শিক্ষকেরও অভাব রয়েছে। এ স্কুলে যাঁরা এখন সহকারী শিক্ষক হিসাবে কাজ করছেন, তাঁরা অধিকাংশই নবীন ১৯৯২-৯৩ সালের দিকে নিয়োগপ্রাপ্ত। শিক্ষকতার অভিজ্ঞতারও তেমন নেই। সর্বোপরি ছাত্রীদের অনাগ্রহ। বললেন, আমি অনেক সময় বিভিন্ন ক্লাসে পিছনের বেঞ্চে বসে দেখেছি, শিক্ষক পড়িয়ে যাচ্ছেন কিন্তু ছাত্রীরা সে ব্যাপারে খুব আগ্রহী নয়। কোন বিষয় বুঝতে না পারলে যে শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করবে কিংবা খাতায় নোট নেবে তেমন প্রবণতা তাদের মধ্যে নেই। তাদের দেখে মনে হয় সবসময় তারা অন্য কিসব বিষয় নিয়ে ভাবে। আমি খুবই চেষ্টা করছি অন্তত পাসের হারটা বাড়াতে, কিন্তু কিছুতেই পারছি না বেশ নিরুপায় বলেই তাঁকে মনে হলো।

মেয়েদের স্কুলে আরও একটি সমস্যা আছে। তা হলো অনেক সময় এমন ছাত্রীকে এমন শ্রেণীতে ভর্তি করাতে হয় যে, সে বয়সে ও মেধায় সেই শ্রেণীর উপযুক্ত নয়। ব্যাপারটা এ রকম যে, ধরা যাক বয়স অনুযায়ী কিংবা মেধা অনুযায়ী কেউ ষষ্ঠ বা সপ্তম শ্রেণীতে পড়তে পারবে কিন্তু অভিভাবকরা চান সে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হোক– এ রকম। অভিভাবকরা প্রায়ই ছাত্রীদের এক স্কুল থেকে ছাড়িয়ে অন্য স্কুলে এনে ভর্তি করান। এক স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষায় ফেল করলে সে ছাত্রীকে অন্য স্কুলে নিয়ে গিয়ে ওপরের শ্রেণীতে ভর্তি করানো হয়। এমন ঘটনার সংখ্যা প্রচুর। ফলে অনেক সময় বার্ষিক পরীক্ষায় ফেল করলেও প্রমোশন দিতে হয়। কিংবা অনুপযুক্ত ছাত্রীকেও অভিভাবকদের পছন্দের শ্রেণীতে ভর্তি করতে হয়। প্রধান শিক্ষিকা বললেন এটা না করে উপায় থাকে না। বিভিন্নভাবে আমাদের উপরে চাপ আসে। এসব কারণেই এসএসসিতে প্রচুর ছাত্রী ফেল করে: যারা পাস করে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের ফলও

(৭- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

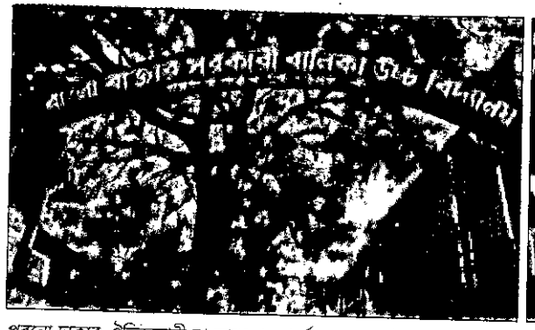

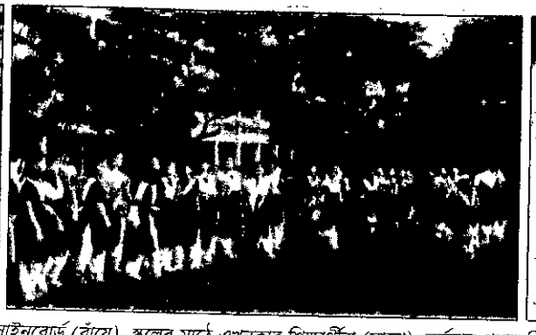

পুরনো ঢাকার ঐতিহ্যবাহী বাংলাবাজার গার্লস স্কুলের রেইনবো প্যাটার্নের সাইনবোর্ড (বাঁয়ে), স্কুলের মাঠে এখনকার শিক্ষার্থীরা (মাঝে), বর্তমান প্রধান শিক্ষিকা রাহিমা বেগম (ডানে) –জনকণ্ঠ

(৮-এর পাতার পর) ছাত্রীরা মনে করে

আহামরি কিছু হয় না। তবে সম্প্রতি সরকারী স্কুলগুলোতে ভর্তির ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম চালু করায় এ ধরনের সমস্যা কাটবে এবং স্কুলগুলোতে ভাল ছাত্রছাত্রীও আসবে চলে তিনি জানালেন। তবে অভিভাবকেরা ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে সচেতন না হলে স্কুলের পড়ায় খুব ভাল ফল হবে না– শিক্ষকদের অভিমত এমনই।

তারিখ ... 09 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২